

নবি নং-৬(২৬) কর-৩/৯৪

তারিখঃ ১৮/৮/৯৪ ইং

পরিপত্র নং-১ (আয়কর)

১৯৯৪-৯৫

বিষয়: অর্থ আইন, ১৯৯৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, সম্পদ কর আইন ও বিদেশ ভ্রমণ কর আইনে আনীত বিভিন্ন সংশোধন ও পরিবর্তন সম্পর্কিত ব্যাখ্যা।

(ক) আয়করঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৪ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে কতিপয় সংশোধনী আনয়ন করা হইয়াছে। উক্ত সংশোধনীসমূহের প্রেক্ষিতে এবং ১৯৯৪-৯৫ সালের বাজেট কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত আয়কর সম্পর্কিত কতিপয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ তে প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন আনয়ন করা হইয়াছে। আয়কর অধ্যাদেশ ও আয়কর বিধিমালায় আনীত সংশোধনীসমূহের যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা হইলঃ

১। রিটার্ণে প্রদর্শিত আয় না মানিলে করদাতার নিকট লিখিত ব্যাখ্যা চাহিবার এবং কর নির্ধারণের ভিত্তি কর নির্ধারণী আদেশে লিপিবদ্ধ করিবার বিধান প্রবর্তন -
আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৮৩ এর প্রতিস্থাপনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত আয়কর রিটার্ণে প্রদর্শিত আয় অথবা রিটার্ণের সহিত পেশকৃত হিসাব বিবরণী বা প্রমানাদি না মানিলে কর নির্ধারণী কর্মকর্তা করদাতাকে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হইবার জন্য শুনানীর নোটিশ জারী করিতে পারিতেন। অর্থ আইন, ১৯৯৪ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৮৩ প্রতিস্থাপনপূর্বক এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে, কর নির্ধারণী কর্মকর্তা যদি রিটার্ণে প্রদর্শিত আয় অথবা রিটার্ণের সহিত দাখিলকৃত হিসাব বিবরণী ইত্যাদি না মানেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার সুনির্দিষ্ট আপত্তি জানাইয়া করদাতাকে লিখিত বক্তব্য/ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ দিবেন। এই উদ্দেশ্যে কর কর্মকর্তা তাহার আপত্তির কারণসমূহ চিঠির আকারে নিজ স্বাক্ষরে করদাতার নিকট প্রেরণ করিবেন। এই ক্ষেত্রে কোন বিধিবদ্ধ নোটিশ ব্যবহার করিবার প্রয়োজন নাই। উপরোক্ত পত্রের জবাবে প্রদত্ত করদাতার ব্যাখ্যা বা বক্তব্য যদি কর কর্মকর্তা সন্তোষজনক বলিয়া গণ্য করেন তাহা হইলে উক্ত জবাব প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে তিনি ৮৩(১) ধারায় কর নির্ধারণ সম্পন্ন করিবেন এবং কর নির্ধারণী আদেশে করদাতার মোট আয় নিরূপনের ভিত্তি সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিবেন।

করদাতার উপরোক্ত ব্যাখ্যা বা বক্তব্য যদি কর কর্মকর্তা সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচনা না করেন অথবা যদি করদাতা এইরূপ ব্যাখ্যা বা বক্তব্য প্রদান করিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে কর কর্মকর্তা ৮৩(২) ধারার আওতায় করদাতাকে ব্যক্তিগতভাবে নির্দিষ্ট দিনে হাজির হইবার এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বা প্রমানাদি উপস্থাপন করিবার জন্য নোটিশ প্রদান করিবেন। এই নোটিশটি ইতিপূর্বকার ৮৩(১) ধারার নোটিশের অনুরূপ হইবে এবং

ইহার জন্য প্রচলিত আই.টি-৮৬ (বাংলা) এর ফরমই ব্যবহার করা যাইবে। তবে "৮৩(১)" সংখ্যাটির পরিবর্তে "৮৩(২)" সংখ্যাটি প্রতিস্থাপন করিতে হইবে। এই নোটিশের প্রেক্ষিতে করদাতার বক্তব্য শ্রবণ করিয়া এবং উপস্থাপিত প্রমানাদি পরীক্ষা করিয়া কর কর্মকর্তা করদাতার মোট আয় নিরূপন করিবেন। শুনানী সমাপ্ত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে কর কর্মকর্তা ৮৩(২) ধারায় কর নির্ধারণী সম্পন্ন করিবেন এবং কর নির্ধারণী আদেশে মোট আয় নিরূপনের ভিত্তি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিবেন।

নতুনভাবে প্রতিস্থাপিত ধারা ৮৩ তে এইরূপ বিধানও রাখা হইয়াছে যে, ৮৩(১) অথবা ৮৩(২) এই উভয় উপ-ধারায় সম্পন্ন কর নির্ধারণের ক্ষেত্রেই কর নির্ধারণী আদেশ প্রদানের ৩০ দিনের মধ্যে তাহা সংশ্লিষ্ট করদাতার নিকট পৌঁছাইতে হইবে।

এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১-৭-৯৪ ইং তারিখ অথবা তৎপরবর্তী সময়ে কোন কর মামলায় ৮৩ ধারার অধীনে কার্যক্রম শুরু করিবার ক্ষেত্রে কর বৎসর নির্বিশেষে উক্ত ধারা নূতন প্রবর্তিত বিধান প্রযোজ্য হইবে। তবে, যে সকল ক্ষেত্রে ইতিপূর্বেই পূর্বতন ৮৩ ধারায় কার্যক্রম শুরু হইয়াছে সেই সকল ক্ষেত্রে পূর্বতন পদ্ধতিতেই কর নির্ধারণ সম্পন্ন হইবে।

২। আয়কর অধ্যাদেশের ৮৩(২) ধারার নোটিশ পালনে ব্যর্থ হইলে ৮৪ ধারায় কর নির্ধারণী সম্পন্ন করিবার বিধান প্রবর্তন -আয়কর অধ্যাদেশের ৮৪ ধারার ক্লজ (সি) তে ধারা ৮৩(১) এর স্থলে ৮৩(২) প্রতিস্থাপনঃ

ইতিপূর্বে বিদ্যমান আইন এইরূপ বিধান ছিল যে, করদাতা আয়কর অধ্যাদেশের ৮৩(১) ধারা নোটিশ পালনে ব্যর্থ হইলে কর কর্মকর্তা ৮৪ ধারার আওতায় একতরফাভাবে কর নির্ধারণী সম্পন্ন করিতে পারিতেন।

অর্থ আইন, ১৯৯৪ এর মাধ্যমে ৮৩ ধারা প্রতিস্থাপনপূর্বক এইরূপ বিধান আনা হইয়াছে যে, ৮৩(১) ধারার নোটিশের জবাব প্রদানে করদাতা ব্যর্থ হইলে অথবা এই জবাব সন্তোষজনক না হইলে ৮৩(২) ধারার নোটিশ প্রদান করা হইবে।

৮৩ ধারার এই পরিবর্তনের সহিত সংগতি রাখিয়া অর্থ আইন, ১৯৯৪ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ৮৪ ধারার ক্লজ (সি) তে ধারা ৮৩(১) এর স্থলে ধারা ৮৩(২) প্রতিস্থাপনপূর্বক এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে, করদাতা ৮৩(২) ধারার নোটিশ পালনে ব্যর্থ হইলে কর কর্মকর্তা ৮৪ ধারার আওতায় কর নির্ধারণীর জন্য ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

৩। আপীল কার্যক্রম ত্বরান্বিত করিবার লক্ষ্যে ট্যাক্সেস সেটেলমেন্ট কমিশন নিয়োগের বিধান প্রবর্তন -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর নতুন Chapter (XVIII) সংযোজনঃ

আয়কর আপীলের বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী কোন আপীল মামলায় চূড়ান্ত রায় পাইতে অনেক ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ সময় লাগিয়া যায়, ইহাতে একদিকে কর আহরণ প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয়, অন্যদিকে আপীলকারী করদাতাও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েন। এই অবস্থার নিরসনকল্পে অর্থ আইন, ১৯৯৪ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এ নূতন

Chapter (XVIII) সংযোজনের দ্বারা সরকার কর্তৃক ট্যাক্সেস সেটেলমেন্ট কমিশন নিয়োগের আইনগত বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে। নূতন প্রবর্তিত বিধান অনুযায়ী ৫০ লক্ষ টাকার অধিক পরিশোধিত মূলধন রহিয়াছে, এইরূপ কোম্পানী ব্যতীত অন্য সকল করদাতাই কর নির্ধারণী কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে এই সেটেলমেন্ট কমিশনের নিকট আপীলের আবেদন করিতে পারিবেন। বিবেচনাধীন কোন মামলার রায় প্রদানের পূর্বে কমিশন সংশ্লিষ্ট করদাতা এবং কর কমিশনারকে তাহাদের বক্তব্য উপস্থাপনের উপযুক্ত সুযোগ প্রদান করিবেন এবং যে কোন বিষয়ে কমিশনের রায়ই উভয়পক্ষের জন্য চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। কোন করদাতা এই কমিশনের নিকট আবেদন করিলে পরবর্তীতে উক্ত আবেদনপত্র প্রত্যাহার করিতে অথবা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন না। তবে, কোন মামলায় গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রশ্ন জড়িত আছে বলিয়া বিবেচনা করিলে কমিশন সেই মামলা কর আপীলাত ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে এবং তখন ট্রাইব্যুনালের বিধি বিধান অনুযায়ী মামলাটি নিষ্পন্ন হইবে। করদাতাগণকে তিনশত টাকা আবেদন ফি প্রদান করতঃ নির্ধারিত ফরমে কমিশনের নিকট আবেদন করিতে হইবে। আবেদন প্রাপ্তির ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কমিশন বিবেচ্য বিষয়ে আদেশ প্রদান করিবে এবং আদেশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তাহা সংশ্লিষ্ট উভয় পক্ষের নিকট পৌঁছাইবে। আলোচ্য ট্যাক্সেস সেটেলমেন্ট কমিশনে একজন চেয়ারম্যান এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সার্বক্ষণিক ও খন্ডকালীন সদস্য থাকিবেন।

৪। সেটেলমেন্ট কমিশনের আদেশের প্রেক্ষিতে সংশোধনী আদেশ প্রদানের সময়সীমা নির্ধারণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৯৪ এর উপ-ধারা (৩) এবং উক্ত ধারার ব্যাখ্যা I ও II এর সংশোধনঃ

বিদ্যমান আইনে আপীল আদেশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে সংশোধিত আদেশ প্রদানের এবং আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদেশ করদাতার নিকট পৌঁছানোর বিধান রহিয়াছে। অর্থ আইন, ১৯৯৪ এর মাধ্যমে ট্যাক্সেস সেটেলমেন্ট কমিশন নিয়োগের বিধান প্রবর্তনের প্রেক্ষিতে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৯৪ এর উপ-ধারা (৩) এবং উক্ত ধারার ব্যাখ্যা I ও ব্যাখ্যা II এর সংশোধনের দ্বারা কমিশনের আদেশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে সংশোধিত আদেশ প্রদান এবং আদেশ প্রদানের ৩০ দিনের মধ্যে তাহা করদাতার নিকট পৌঁছানোর বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে।

৫। কর অবকাশপ্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং পর্যটন শিল্প কর্তৃক করমুক্ত আয়ের ১০% সরকারী বন্ড বা সিকিউরিটি ক্রয়ে বিনিয়োগের বাধ্যতামূলক বিধান প্রত্যাহার এবং অন্যান্য সম্পদে বিনিয়োগের পরিমাণ ২৫% হইতে ৩০% এ উন্নীতকরণ -আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৪৫ এবং ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (২বি) এর ক্লজ (সি) বিলুপ্তকরণ এবং ক্লজ (সিসি) এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে কর অবকাশপ্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং পর্যটন শিল্পের করমুক্ত আয়ের ন্যূনতম ১০% আয় বৎসর শেষ হইবার ৯ মাসের মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে সরকারী বন্ড/সিকিউরিটিতে বিনিয়োগের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৪ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৪৫ এবং ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (২বি) এর ক্লজ (সি) বিলোপ করতঃ

সরকারী বন্ড/সিকিউরিটিতে বিনিয়োগের এই বাধ্যতামূলক বিধান প্রত্যাহার করা হইয়াছে। ইহাছাড়া, কর অবকাশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের করমুক্ত আয়ের আরও ২৫% সংশ্লিষ্ট আয় বৎসর শেষ হইবার ২ বৎসরের মধ্যে একই প্রতিষ্ঠান অথবা নতুন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান অথবা পাবলিক কোম্পানীর ষ্টক ও শেয়ারে/অথবা সরকারী বন্ড/সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করিবার বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৪ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৪৫ এবং ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (২বি) এর ক্লজ (সিসি) এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীর দ্বারা উপরোক্ত বিনিয়োগের পরিমাণ ২৫% হইতে ৩০% উন্নীত করা হইয়াছে।

৬। কর কমিশনার (আপীল) অথবা আপীলাত যুগ্ম-কর কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ করদাতার নিকট পৌঁছাইবার সময় সীমা নির্ধারণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৫৬ এর উপ-ধারা (৫) এর সংশোধনঃ

কর কমিশনার (আপীল) অথবা আপীলাত যুগ্ম-কর কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত আপীল আদেশ করদাতার নিকট পৌঁছাইবার ব্যাপারে ইতোপূর্বে বিদ্যমান আয়কর আইনে কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা ছিল না। অর্থ আইন, ১৯৯৪ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৫৬ এর উপ-ধারা (৫) এর প্রয়োজনীয় সংশোধন পূর্বক উপরোল্লিখিত আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপীল আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদেশ করদাতার নিকট পৌঁছাইবার বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে।

৭। কর কমিশনার (আপীল) অথবা আপীলাত যুগ্ম-কর কমিশনার কর্তৃক মামলা সেট এ্যাসাইড করিবার ক্ষেত্র সীমিতকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৫৬ এ নতুন উপ-ধারা (১) এ নতুন প্রোভাইসো সংযোজনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আয়কর আইন অনুযায়ী কর কমিশনার (আপীল) অথবা আপীলাত যুগ্ম-কর কমিশনার যে কোন মামলা সেট-এ্যাসাইড করতঃ পুনর্বিবেচনার জন্য কর নির্ধারণী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে পারিতেন। অর্থ আইন, ১৯৯৪ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৫৬ এর উপ-ধারা (১) এ একটি প্রভাইসো সংযোজনপূর্বক এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, যে সমস্ত ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ নোটিশসমূহ ১৭৮ ধারার বিধান অনুযায়ী জারী করা হয় নাই বলিয়া আপীলাত কর্তৃপক্ষ মনে করিবেন শুধুমাত্র সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই কর কমিশনার (আপীল) অথবা আপীলাত যুগ্ম-কর কমিশনার আপীলাধীন কর মামলা সেট-এ্যাসাইড করিতে পারিবেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে কর কমিশনার (আপীল) বা আপীলঅত যুগ্ম-কর কমিশনার সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন। নতুন প্রবর্তিত এই বিধান কর বৎসর নির্বিশেষে ১লা জুলাই, ১৯৯৪ অথবা তৎপরবর্তী সময়ে প্রদেয় যে কোন আপীল আদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৮। প্রিজাম্পটিভ এসেসমেন্টের বিরুদ্ধে আপীল দায়েরের জন্য পরিশোধিতব্য করের পরিমাণ হ্রাসকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৫৩ এর উপ-ধারা (৩) এর ক্লজ (বি) সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে ধারা ৮৪এ এর অধীনে প্রণীত কর নির্ধারণী আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করিতে হইলে করদাতাকে নিরূপিত করের কমপক্ষে ৫০% পরিশোধ করিতে হইত। অর্থ আইন, ১৯৯৪ এর মাধ্যমে ধারা ১৫৩ এর উপ-ধারা (৩) এর ক্লজ (বি) তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন পূর্বক এইরূপ বিধান করা

হইয়াছে যে, ৮৪এ ধারার করাদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করিতে হইলে নিরূপিত করের ২৫% অথবা রিটার্ণে প্রদর্শিত আয়ের উপর প্রদেয় কর, এই দুইয়ের মধ্যে যেইটি অধিক তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। নতুন প্রবর্তিত এই বিধান কর বৎসর নির্বিশেষে ১লা জুলাই, ১৯৯৪ অথবা তৎপরবর্তী সময়ে ৮৪এ ধারার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১০। নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত পারকুইজিটের অনুমোদনযোগ্য আর্থিক সীমা বৃদ্ধিকরণ -
আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ এর ক্লজ (ই) এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে নিয়োগকর্তা কর্তৃক কোন কর্মচারীকে প্রদত্ত পারকুইজিটের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৬০ হাজার টাকা অথবা মূল বেতনের ৫০% এই দুইয়ের মধ্যে যেইটি কম তাহা নিয়োগকর্তার ব্যবসায়িক খরচ হিসাবে অনুমোদন করিবার বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৪ এর মাধ্যমে ধারা ৩০ এর ক্লজ (ই) তে সংশোধনী আনয়নপূর্বক অনুমোদনযোগ্য পারকুইজিটের সর্বোচ্চ আর্থিক সীমা ৬০ হাজার টাকা হইতে ৭২ হাজার টাকায় উন্নীত করা হইয়াছে।

১১। মন্দ ও কুঋণের বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণের সর্বোচ্চ হার বৃদ্ধিকরণ -
আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ এর উপ-ধারা (১) এর ক্লজ (xviiiia) এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকসহ সকল বানিজ্যিক ব্যাংকের শ্রেণীবিন্যাসকৃত মন্দ ও কুঋণের সর্বোচ্চ ৪.৫% অথবা প্রকৃত প্রভিশনিংয়ের অংক, এই দুইটির মধ্যে যেইটি কম সেইটি বাদযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য করিবার বিধান ছিল।

অর্থ আইন, ১৯৯৪ এর মাধ্যমে ধারা ২৯ এর উপ-ধারা (১) এর ক্লজ (xviiiia) তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নপূর্বক এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, উপরোক্ত ব্যাংক সমূহের শ্রেণীবিন্যাসকৃত মন্দ ও কুঋণের (সুদসহ) সর্বোচ্চ ৫% অথবা প্রভিশনিংয়ের প্রকৃত অংক, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম তাহা অনুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য করা হইবে।

১২। সেভিংস সার্টিফিকেট ক্রয়কে অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ হিসাবে গণ্য করিবার
বিধান প্রত্যাহার -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৬ষ্ঠ তফশীলের পার্ট 'বি' এর
অনুচ্ছেদ ১০ এর উপানুচ্ছেদ (১) এর ক্লজ (এ) এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে সেভিংস সার্টিফিকেট ক্রয় বিনিয়োগ জনিত কর রেয়াত (Investment Tax Credit) এর জন্য অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ হিসাবে বিবেচিত হইত। অর্থ আইন, ১৯৯৪ মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ৬ষ্ঠ তফশীলের পার্ট 'বি' এর অনুচ্ছেদ ১০ এর উপানুচ্ছেদ (১) এর ক্লজ (এ) এর সংশোধনী দ্বারা এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, ৩০/৬/৯৪ ইং তারিখের পরে ক্রয়কৃত সেভিংস সার্টিফিকেট এর জন্য বিনিয়োগ জনিত কর রেয়াত প্রদান করা হইবে না। তবে, ৩০/৬/৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত যে সকল সেভিংস সার্টিফিকেট ক্রয় করা হইয়াছে তাহাদের জন্য করাদাতাগণ ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনের বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর বৎসরের জন্য বিনিয়োগ জনিত কর রেয়াত পাইবেন।

১২। বডি কর্পোরেটর শেয়ার ক্রয় অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ হিসাবে বিবেচনার জন্য বডি কর্পোরেটের ব্যবসা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন এর বিধান বিলোপকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৬ষ্ঠ তফশীলের পার্ট 'বি' এর অনুচ্ছেদ-৮ এর উপানুচ্ছেদ (বি) এর সংশোধনঃ

বিদ্যমান আইন অনুযায়ী বডি কর্পোরেটের নতুন শেয়ার ক্রয়ের উপর ব্যক্তিশ্রেণীভুক্ত করদাতাদিগকে বিনিয়োগ জনিত কর রেয়াত (Investment Tax Credit) প্রদানের বিধান রহিয়াছে। তবে, এই ক্ষেত্রে শর্ত ছিল যে, এইরূপ বডি কর্পোরেটের ব্যবসা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

অর্থ আইন, ১৯৯৪ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ৬ষ্ঠ তফশীলের পার্ট 'বি' এর অনুচ্ছেদ (৮) এর উপানুচ্ছেদ (বি) এর প্রয়োজনীয় সংশোধনী দ্বারা এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, বডি কর্পোরেটের শেয়ার ক্রয় অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ হিসাবে বিবেচিত হইবার জন্য সংশ্লিষ্ট বডি কর্পোরেট আইনের অধীনে স্থাপিত হইলেই চলিবে, ইহার ব্যবসা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইবার কোন প্রয়োজন হইবে না।

১৩। করদাতা কর্তৃক প্রদত্ত অতিরিক্ত অগ্রিম করের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রদেয় সুদের হার হ্রাসকরণ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৭২ এর উপ-ধারা (১) এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে করদাতা কর্তৃক প্রদত্ত অগ্রিম করের পরিমাণ নিরূপিত করের অধিক হইলে অতিরিক্ত অগ্রিম করের উপর সরকার কর্তৃক ১২% হারে সরল সুদ প্রদানের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৪ এর মাধ্যমে ৭২ এর উপধারা (১) এর প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন পূর্বক সরকার কর্তৃক প্রদেয় এই সুদের হার ১২% হইতে ১০% এ হ্রাস করা হইয়াছে।

১৪। নিজস্ব প্রাক্কলনের ভিত্তিতে প্রদত্ত অগ্রিম করের ক্ষেত্রে করদাতা কর্তৃক প্রদেয় সুদের হার হ্রাসকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৭৩ এর উপ-ধারা (১) এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী করদাতা নিজস্ব প্রাক্কলনের ভিত্তিতে অগ্রিম কর প্রদান করিলে এবং প্রদত্ত কর নির্ধারিত করের ৭৫% এর কম হইলে নির্ধারিত কর এবং প্রদত্ত করের পার্থক্যের উপর করদাতাকে ১২% হারে সরল সুদ প্রদান করিতে হইত। অর্থ আইন, ১৯৯৪ এর মাধ্যমে ধারা ৭৩ এর উপ-ধারা (১) এর সংশোধনপূর্বক করদাতা কর্তৃক প্রদেয় এই সুদের হার ১২% হইতে ১০% এ হ্রাস করা হইয়াছে।

১৫। বিলম্বিত প্রত্যর্পনের জন্য প্রদেয় সুদের হার হ্রাসকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৫১ এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী প্রত্যর্পন সৃষ্টি বা প্রত্যর্পনের জন্য আবেদনের তারিখ হইতে পরবর্তী ২ (দুই) মাসের মধ্যে প্রত্যর্পন প্রদান করা না হইলে উক্ত দুই মাসের পরের মাস হইতে প্রত্যর্পন প্রদানের তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য বার্ষিক ১৫% হারে করদাতাকে সুদ প্রদান করিতে হইত। অর্থ আইন, ১৯৯৪ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ১৫১ তে সংশোধনী আনয়নপূর্বক এই সুদের হার ১৫% হইতে ১০% এ হ্রাস করা হইয়াছে।

১৬। স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে প্রদেয় ন্যূনতম করের পরিমাণ ১,৫০০/- টাকা হইতে ১,৮০০/- টাকায় বৃদ্ধিকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৮৩এ এর উপ-ধারা (৪) এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে প্রদেয় ন্যূনতম করের পরিমাণ ছিল ১,৫০০/- টাকা। অর্থ আইন, ১৯৯৪ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৮৩এ এর উপ-ধারা (৪) এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আণয়ন পূর্বক স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে ন্যূনতম করের পরিমাণ ১,৫০০/- টাকা হইতে ১,৮০০/- টাকায় বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

১৭। লটারীর আয়ের উপর করারোপনের এবং উৎসে কর কর্তনের হার ২০% এ নির্ধারণ -আয়কর অধ্যাদেশের ৩য় তফশীলের অনুচ্ছেদ ৩ এবং ধারা ৫৫ এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে লটারীর আয়ের উপর ৫টি স্তর বিশিষ্ট কর হারে করারোপনের বিধান বলবৎ ছিল। করারোপনের এই হার ছিল আয়ের পরিমাণ ভেদে সর্বনিম্ন ৫% এবং সর্বোচ্চ ৪৫%। অর্থ আইন, ১৯৯৪ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩য় তফশীলের অনুচ্ছেদ ৩ এ সংশোধনী দ্বারা এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, কোন করদাতার মোট আয়ের মধ্যে লটারীর আয় অন্তর্ভুক্ত থাকিলে উক্ত লটারীর আয়ের উপর করদাতার মোট আয় (লটারীর আয়সহ) এর উপর প্রযোজ্য করহার অথবা ২০% এই দুইয়ের মধ্যে যেটি কম সেই হারে করারোপন করা হইবে।

ইহাছাড়া ইতিপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী লটারীর আয়ের ক্ষেত্রে অর্থ পরিশোধকারী কর্তৃক কর্তৃক আয়ের পরিমাণ ভেদে ৫টি স্তর বিশিষ্ট করহারের ভিত্তিতে উৎসে কর কর্তন করিতে হইত। অর্থ আইন, ১৯৯৪ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৫৫ এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করিয়া লটারীর আয় হইতে উৎসে কর কর্তনের হার আয়ের পরিমাণ নির্বিশেষে ২০% এ নির্ধারণ করা হইয়াছে।

১৮। বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক এবং বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা কর্তৃক বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দলিল রেজিস্ট্রেশনের সময় উৎসে কর কর্তন না করিবার বিধান প্রবর্তন -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩এইচ এর উপ-ধারা (২) এর ক্লজ (এ) এর সংশোধনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী ব্যাংক কর্তৃক বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দলিল রেজিস্ট্রেশনের সময় উৎসে কর কর্তন না করিবার বিধান বলবৎ ছিল। অর্থ আইন, ১৯৮৪ এর মাধ্যমে ধারা ৫৩এইচ এর উপ-ধারা (২) এর ক্লজ (এ) তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নপূর্বক ব্যাংক সমূহের পাশাপাশি বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক এবং বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা কর্তৃক বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের দলিল রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রেও উৎসে কর কর্তন না করিবার বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে।

১৯। কর অবকাশপ্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য রফতানীর ক্ষেত্রে বোর্ড হইতে সনদপত্র প্রদান সাপেক্ষে উৎসে কর কর্তন অব্যাহতি -আয়কর বিধিমালার বিধি ১৭জে এর সংশোধনঃ

আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৭জে তে দ্বিতীয় প্রভাইসো সংযোজনের মাধ্যমে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, কর অবকাশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের

রফতানী ক্ষেত্রে মূল্য হইতে উৎসে কর কর্তন না করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সনদপত্র প্রদান করিবে। এতদুদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট রফতানীকারকে রাজস্ব বোর্ডের নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং এই আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পরীক্ষা করিয়া বোর্ড উৎসে কর কর্তন হইতে অব্যাহিতর সনদ প্রদান করিবে।

২০। ঠিকাদার, সরবরাহকারী ইত্যাদির ক্ষেত্রে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষের তালিকায় এনজিও (Non-governmental organisation) কে অন্তর্ভুক্তকরণ -আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি-১৬ এর সংশোধনঃ

বিদ্যমান আয়কর আইনে ঠিকাদার, সরবরাহকারী, সেবা প্রদানকারীদিগের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে সরকার অথবা কোন কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন, বডি কর্পোরেট ও উহার ইউনিটসমূহ, পাবলিক কোম্পানী, ব্যাংকিং কোম্পানী, বীমা কোম্পানী এবং কো-অপারেটিভ ব্যাংক এর নাম রহিয়াছে। আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি-১৬ তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করিয়া এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এর সহিত তালিকাভুক্ত এনজিওসমূহকে ঠিকাদার, সরবরাহকারী ইত্যাদির ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। নতুন প্রবর্তিত ব্যবস্থার ফলে সংশ্লিষ্ট এনজিও সমূহও ঠিকাদার, সরবরাহকারী, সেবা প্রদানকারীদিগের ক্ষেত্রে অর্থ পরিশোধকালে বিধি অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন করিবে।

২১। বাংলাদেশে অনিবাসী করদাতা কর্তৃক সরকারী মাধ্যমে বাংলাদেশে আনীত অর্থকে কয়েকটি নির্দিষ্ট খাতে বিনিয়োগ সাপেক্ষে সম্পূর্ণভাবে করমুক্তকরণ -অর্থ আইন, ১৯৯৪ এর ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৫) প্রবর্তনঃ

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে বাংলাদেশে নিবাসী করদাতা কর্তৃক বাংলাদেশের বাহিরে উদ্ভূত আয় সরকারী মাধ্যমে (official channel) বাংলাদেশে আণয়ন করিলে এবং নির্দিষ্ট খাতে বিনিয়োগ করিলে উক্ত বৈদেশিক আয় সম্পূর্ণভাবে করমুক্ত ছিল। কিন্তু অনিবাসী করদাতাদের জন্য অনুরূপ কোন বিধান ছিল না। অর্থ আইন, ১৯৯৪ এর ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৫) এর মাধ্যমে এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে, ১৯৯৪ সালের ১লা জুলাই তারিখে আরম্ভ কর বৎসরে কোন অনিবাসী করদাতা যদি বাংলাদেশের বাহির হইতে কোন অর্থ সরকারী মাধ্যমে (official channel) বাংলাদেশে আনয়ন করেন এবং এই অর্থ বাংলাদেশে স্থাপিত কোন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানে সরাসরি বিনিয়োগ করেন, অথবা সরকারী মালিকানাধীন কোন অর্থ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিলামে বিক্রীত শিল্প প্রতিষ্ঠান, ষ্টক, শেয়ার, সরকারী বন্ড বা সিকিউরিটি ক্রয়ে বিনিয়োগ করেন তাহা হইলে তাঁহার ঐ বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর কোন আয়কর প্রদেয় হইবে না।

২২। আয়করের নতুন হারঃ

(ক) ব্যক্তিশ্রেণীর কর হারঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৪ এর মাধ্যমে ১৯৯৪-৯৫ কর বৎসরের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি করদাতা, হিন্দু যৌথ পরিবার, অনিবন্ধিত অংশীদারী ফার্ম, ব্যক্তি সংঘ এবং আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তির ক্ষেত্রে নিম্নরূপ চার স্তর বিশিষ্ট আয়কর হার প্রবর্তন করা হইয়াছেঃ

	<u>হার</u>
(১) প্রথম ৫৫,০০০/- টাকা মোট আয়ের উপর	শূন্য
(২) পরবর্তী ৭৫,০০০/- টাকা মোট আয়ের উপর অথবা ১২০০ টাকা এ দুয়ের মধ্যে যাহা অধিক	১৫%
(৩) পরবর্তী ১,৬০,০০০/- টাকা মোট আয়ের উপর	২০%
(৪) অবশিষ্ট আয়ের উপর	২৫%

নতুন প্রবর্তিত এই কর হার অনুযায়ী ব্যক্তিশ্রেনীভুক্ত কোন করদাতার নির্ধারিত কর ১২০০/- টাকার কম হইলে তাহাকে ন্যূনতম ১২০০/- টাকা প্রদান করিতে হইবে। তবে, যদি কোন করদাতার নির্ধারিত কর ১২০০/- টাকা অথবা তাহার অধিক হয়, কিন্তু বিনিয়োগ জনিত কর রেয়াত (Investment Tax Credit) প্রদানের ফলে প্রদেয় কর ১২০০/- টাকার কম হইয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত হ্রাসপ্রাপ্ত অংকই করদাতার প্রদেয় কর হইবে।

(খ) অনিবাসী ব্যক্তিশ্রেনীর কর হারঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৪ এর মাধ্যমে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, কোম্পানী নহে বাংলাদেশে অনিবাসী, এইরূপ কোন ব্যক্তি শ্রেনীভুক্ত করদাতার ক্ষেত্রে ২৫% হারে আয়কর আরোপিত হইবে।

(গ) কোম্পানীর কর হারঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৪ এর মাধ্যমে কোম্পানীসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কর হার নিম্নরূপ পুনর্বিদ্যাস করা হইয়াছেঃ

	<u>হার</u>
(১) ক্রমিক নং (৩) এ বর্ণিত কোম্পানীসমূহ ব্যতীত এইরূপ সকল কোম্পানীর ক্ষেত্রে যাহা পাবলিকলি ট্রেডেট কোম্পানী	৩৭.৫ %
(২) ক্রমিক নং (৩) এ বর্ণিত কোম্পানীসমূহ ব্যতীত এইরূপ সকল কোম্পানীর ক্ষেত্রে যাহা পাবলিকলি ট্রেডেট কোম্পানী নহে	৪২.৫ %
(৩) ব্যাংক, বীমা, অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষসহ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২ এর ক্লজ (২০) এর সাব-ক্লজ (এ), (বি), (বিবি), (বিবিবি) ও (সি) এর আওতাধীন অন্যান্য কোম্পানীর ক্ষেত্রে	৫০ %

উল্লেখ্য, কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত ডিভিডেন্ড হইতে অর্জিত আয়ের ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ কর হার অপরিবর্তিত রহিয়াছে।

অর্থ আইন, ১৯৯৪ এ সংযোজিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী ব্যাখ্যা অনুযায়ী পাবলিকলি ট্রেডেট কোম্পানী বলিতে এইরূপ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী বুঝাইবে যাহা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী পূরণ করেঃ

(১) সংশ্লিষ্ট আয় বৎসরের সমাপ্তিতে পরিশোধিত মূলধনের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ ইহার উদ্যোক্তা এবং পরিচালক মন্ডলীর সদস্য ব্যতীত অন্যান্যদের মালিকানায় থাকিতে হইবে;

- (২) উদ্যোক্তা এবং পরিচালক মন্ডলীর সদস্যগণ বেনামীতে কোন শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবেন না; এবং
- (৩) সংশ্লিষ্ট আয় বৎসরের সমাপ্তির পূর্বে কোম্পানীটির শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হইতে হইবে।

(ঘ) রেজিষ্টার্ড ফার্মের কর হারঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৪ এর মাধ্যমে রেজিষ্টার্ড ফার্মের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ আয়কর হার প্রবর্তন করা হইয়াছেঃ

	<u>হার</u>
(১) প্রথম ৫৫,০০০/- টাকা মোট আয়ের উপর -----	শূন্য
(২) পরবর্তী ৫৫,০০০/- টাকা মোট আয়ের উপর -----	১০%
(৩) পরবর্তী ১,১০,০০০/- টাকা মোট আয়ের উপর -----	১৫%
(৪) পরবর্তী ১,১০,০০০/- টাকা মোট আয়ের উপর -----	২০%
(৫) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর -----	২৫%

(ঙ) সম্পদ কর আইন, ১৯৬৩ এর ৫(১) (১৩) ধারার সংশোধনঃ

পূর্বে স্থায়ী বসবাসের জন্য ব্যবহৃত গৃহসম্পত্তি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সম্পদ করমুক্ত ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৪ এর মাধ্যমে উক্ত বিধানটি সংশোধন করিয়া সম্পূর্ণভাবে নিজ বসবাসের জন্য ব্যবহৃত গৃহ সম্পত্তি যে কোন মূল্য পর্যন্ত সম্পদ কর মুক্ত করা হইয়াছে। করদাতা ফ্লাট বা এপার্টমেন্টে বসবাস করিলেও ঐ ফ্লাট বা এপার্টমেন্টের মূল্য যাহাই হউক না কেন তাহা সম্পূর্ণরূপে সম্পদকর মুক্ত হইবে।

(গ) ভ্রমণ কর আইন -এর সংশোধন (Act XXIII of 1980 এর সংশোধন)ঃ

অর্থ আইন, ১৯৯৪ দ্বারা ভ্রমণ কর আইনে ভ্রমণ করের হার সংশোধন করা হইয়াছে। এই সংশোধনীর ফলে স্থল, বিমান ও নৌ-পথে বিদেশ ভ্রমণকারী প্রত্যেক যাত্রীকে পূর্বাপেক্ষা ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা বেশী ভ্রমণ কর পরিশোধ করিতে হইবে। হারগুলি নিম্নরূপঃ

	<u>হার</u>
(১) বিমান পথে উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও দূর-প্রাচ্যের দেশ সমূহে ভ্রমণের জন্য	১,৮০০/- টাকা
(২) বিমান পথে সার্কভুক্ত দেশ সমূহে ভ্রমণের জন্য	৬০০/- টাকা
(৩) বিমান পথে অন্যান্য দেশ সমূহে ভ্রমণের জন্য	১,৩০০/- টাকা
(৪) স্থল পথে ভ্রমণের জন্য	২৫০/- টাকা
(৫) নৌ-পথে ভ্রমণের জন্য	৬০০/- টাকা

কাজী দেলোয়ার হোসেন

প্রথম সচিব (কর-১)

ফোন নং ৪০৬৬৮০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ঢাকা-১০০০।

নথি নং ২(১১) কর-৮/৮৩

তারিখঃ ২২/১০/৯৪ ইং

পরিপত্র নং-২ (আয়কর)

১৯৯৪-৯৫

বিষয়ঃ সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত এবং অর্ধ-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ০১/০৭/৯২ ইং হইতে ৩০/৬/৯৩ ইং তারিখ সময়ে প্রাপ্ত বেতনের উপর আয়কর অব্যাহতি প্রসঙ্গে।

সরকার এতদ্বারা নির্দেশ দিলেন যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১৫/১/৭৪ ইং তারিখের পরিপত্র নং ২(৮)৮৯/আই.টি (৪)/৭৩ দ্বারা যে আয়কর সংক্রান্ত সুবিধাদি প্রদান করা হইয়াছে এবং যাহার মেয়াদ তৎপরবর্তী প্রতি বৎসরের জন্য সম্প্রসারিত করা হইয়াছে সেই সব সুবিধা অর্থ বৎসর ১৯৯৩-৯৪ এর জন্যও প্রাপ্তব্য হইবে। ইহার অর্থ হইবে এই যে, এই সময়ে (১/৭/৯৩ হইতে ৩০/৬/৯৪ ইং পর্যন্ত) সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদেয় বেতনের উপর আয়কর সরকার কর্তৃক প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে।

উল্লেখ্য কর বৎসর ১৯৯২-৯৩ হইতে নিয়োগকর্তা কর্তৃক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বৈতনিক আয়ের উপর প্রদত্ত আয়কর এর ক্ষেত্রে "করের উপর কর" (tax on tax) ও প্রযোজ্য হইবে না।

এ,এফ,এম তাইয়েবুর রহমান
সদস্য (আয়কর)

সচিব
(স্ব-স্বাক্ষর) স্বাধীনতা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা-১০০০।

তারিখঃ ১৪/১১/৯৪ ইং

নথি নং ৩(৩) কর-৮/৯০

পরিপত্র নং-৩ (আয়কর)
১৯৯৪-৯৫

বিষয়ঃ কর অবকাশ প্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারী বন্ড অথবা সিকিউরিটিস ক্রয় প্রসংগে।

আয়কর আইনের বিধান অনুযায়ী কর অবকাশ প্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক তাহাদের করমুক্ত আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ সরকারী বন্ড অথবা সিকিউরিটি ক্রয়ে বিনিয়োগ করিবার শর্ত রহিয়াছে। বিভিন্ন প্রকারের সঞ্চয় পত্র উক্ত আইনের প্রেক্ষিতে সরকারী বন্ড অথবা সিকিউরিটি হিসাবে বিবেচিত হইবে কিনা সে বিষয়ে বিভিন্ন কর দপ্তরে কিছুটা অস্পষ্টতা রহিয়াছে বলিয়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অবগত হইয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পক্ষ হইতে স্পষ্টায়ন করা যাইতেছে যে বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয় পত্র যথাঃ

- (ক) প্রতিরক্ষা সঞ্চয় পত্র;
- (খ) বোনাস সঞ্চয় পত্র (অধুনা বিলুপ্ত);
- (গ) ৫ বৎসর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয় পত্র এবং
- (ঘ) ৩ বৎসর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয় পত্র (অধুনা বিলুপ্ত);

সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ড অথবা সিকিউরিটির অন্তর্ভুক্ত এবং সেইহেতু ঐ সকল সঞ্চয় পত্র ক্রয়ে বিনিয়োগেও আয়কর আইনের উপরোক্ত বিধানের প্রয়োজনে গ্রহণযোগ্য বিনিয়োগ হিসাবে বিবেচিত হইবে।

সনজিত কুমার বিশ্বাস
দ্বিতীয় সচিব (কর-৮)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা-১০০০।

নথি নং ৮(২০০) কর-১/৯৪/১৫০০

তারিখঃ ১৫/১১/৯৪ ইং

পরিপত্র নং-৪ (আয়কর)
১৯৯৪-৯৫

বিষয়ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম পার্বত্য বান্দরবন ও পার্বত্য খাগড়াছড়ি জেলার পাহাড়ী
আদিবাসী/উপজাতীয়দের (Indigenous hillmen) ক্ষেত্রে আয়কর বিধি ১৬
এর আওতায় উৎসে কর কর্তন অব্যাহতি প্রসংগে।

উপরিউক্ত বিষয়ে ইতিপূর্বে জারীকৃত পরিপত্র নং-৮/আয়কর/৯২ তারিখ ১৭/১০/৯২ ইং এর প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানাইতেছে যে, আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫২ ধারার বিধান অনুযায়ী মালামাল সরবরাহকারী, ঠিকাদার, সেবা প্রদানকারী, ইত্যাদি ব্যক্তির ক্ষেত্রে পরিশোধযোগ্য মূল্য হইতে উৎসে আয়কর কর্তনের ব্যবস্থা বিদ্যমান। তবে, উক্ত ধারার আওতায় প্রণীত আয়কর বিধি ১৬ এর বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট করদাতা কর্তৃক আবেদনের প্রেক্ষিতে ক্ষেত্র বিশেষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উৎসে কর কর্তন অব্যাহতি প্রদান করিতে পারে। এই বিধান পার্বত্য চট্টগ্রাম, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি জেলার পাহাড়ী আদিবাসী/ উপজাতীয়দের (Indigenous hillmen) বেলায়ও প্রযোজ্য।

এমতাবস্থায় ইতিপূর্বে জারীকৃত ১৭/১০/৯২ ইং তারিখের পরিপত্র নং-৮/ আয়কর/৯২ বাতিল করা হইল।

মোহাম্মদ ইব্রাহিম
প্রথম সচিব (কর-৩)

নথি নং ৬(৫৪) কর-৩/৯৪

তারিখঃ ১০/১২/৯৪ ইং

পরিপত্র নং-৫ (আয়কর)

১৯৯৪-৯৫

বিষয়ঃ অনিষ্পন্ন কর মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ প্রসংগে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উদ্দেশ্যের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে, বর্তমানে চলতি ও বকেয়া প্রায় ৯.৫ লক্ষ টি আয়কর মামলার মধ্যে গত চার মাসে মাত্র ৮৪.৫ হাজার টি কর মামলা নিষ্পত্তি করা হইয়াছে। নিষ্পত্তির হার মোটেও আশাব্যঞ্জক নয়। কর মামলা নিষ্পত্তিতে এ শুল্ক গতির কারণে দাবী সৃষ্টি ও আদায় বিঘ্নিত হইতেছে। পক্ষান্তরে আয়কর দাতারাও নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হইতেছে। এইরূপ অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি নিরসনের এবং কর মামলা নিষ্পত্তিতে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৮ ধারা বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ নির্দেশ জারী করিলেনঃ

১। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২(৫৮) ধারায় বেতন সংজ্ঞায় নির্ধারিত আয়ে ক্ষেত্রে এবং কৃষি, সুদ ও ডিভিডেন্ড আয়ের ক্ষেত্রে রিটার্ণে প্রদর্শিত আয় গ্রহণ করিয়া ৮২ ধারায় কর নির্ধারণ সম্পন্ন করা হইবে। কোন করদাতা আয়কর বিধি ৩৩ এ বর্ণিত আনুতোষিক (perquisite) এর বেশী দাবী করিলে তাহা বিধি অনুসারে সংশোধন করার জন্য সংশ্লিষ্ট করদাতাকে সুযোগ প্রদান করিতে হইবে। করদাতা সেই সুযোগ গ্রহণ না করিলে স্বাভাবিক নিয়মে কর নির্ধারণ সম্পন্ন করা হইবে।

২। যে ক্ষেত্রে রিটার্ণে প্রদর্শিত আয়ের ভিত্তিতে প্রদেয় কর ১,২০০/- টাকার বা তাহার অধিক হয়, সেসব ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত করদাতাদের কর মামলা ৮২ ধারায় সম্পন্ন করা হইবেঃ

(ক) বাড়ী ভাড়া আয়ের ক্ষেত্রে সর্বশেষ বাৎসরিক ভাড়া প্রাপ্তি ৯৬,০০০/- টাকার অধিক না হইলে (নীট ভাড়া যাহাই নিরূপিত হউক না কেন), একই বাড়ীর ক্ষেত্রে (যাহাতে প্রদত্ত রিটার্ণ অনুসারে কোন সংযোজন বা পরিবর্তন করা হয় নাই) প্রদর্শিত ভাড়া গ্রহণ করা হইবে।

(খ) ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতা, অনিবন্ধিত ফার্ম ও এ, ও পি (ব্যক্তি সংঘ) এর ব্যবসা বা পেশা আয়ের ক্ষেত্রে সর্বশেষ কর নিরূপিত বৎসরে ব্যবসা বা পেশা আয় ৮০,০০০/- টাকার অধিক না হইলে একই ব্যবসা বা পেশার প্রদর্শিত আয় গ্রহণ করা হইবে।

৩। নতুন ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতা যাহার আয়ের একমাত্র উৎস ব্যবসা বা পেশা অথবা ব্যবসা বা পেশা আয়ের সহিত বেতন, কৃষি, সুদ, ডিভিডেন্ড আয় রহিয়াছে, তাহার

ব্যবসার প্রারম্ভিক পুঁজি ৫০,০০০/- টাকার অধিক না হইলে এবং প্রদর্শিত আয়ের উপর প্রযোজ্য হারে কর যাহা ন্যূনতম ১,২০০/- টাকার কম নহে প্রদান করিলে প্রদর্শিত আয়ের ভিত্তিতে ৮২ ধারায় কর নির্ধারণ সম্পন্ন করা হইবে।

৪। প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বর্ণিত করদাতাদের আয়কর মামলায় সম্পদ বিবরণী অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বৎসরের বিনিয়োগ অথবা নীট সম্পদ, বৃদ্ধি প্রদর্শিত আয়ের ২০% যাহা সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- টাকার অধিক হইবে না। এখানে উল্লেখ্য যে, আয়কর অধ্যাদেশের ৭৫(২)(ডি) ধারার বিধান অনুসারে যে সব ক্ষেত্রে সম্পদ বিবরণী বাধ্যতামূলক নয়, সেসব ক্ষেত্রে এই নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে না। যদি বিনিয়োগ অথবা সম্পদ বৃদ্ধি প্রদত্ত সম্পদ বিবরণী অনুসারে উল্লিখিত সর্বোচ্চ পরিমানের বেশী হয় তবে প্রচলিত নিয়মে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হইবে।

৫। সংশ্লিষ্ট বৎসরে যদি করদাতা রিটার্ন অনুসারে অস্থাবর-সম্পত্তি বিক্রয় বা হস্তান্তর করিয়া থাকেন তাহা হইলে ১ হইতে ৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে না। কোম্পানীর পরিচালকগণের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত নির্দেশাবলী প্রযোজ্য হইবে না।

৬। প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বর্ণিত আয় সমূহের ক্ষেত্রে কোন করদাতার একাধিক সূত্র হইতে আয় থাকিলেও যদি সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্ত প্রতিপালিত হয় তাহা হইলে রিটার্নে প্রদর্শিত আয় অনুসারে ৮২ ধারায় কর নির্ধারণ সম্পন্ন করা হইবে।

৭। উপরোক্ত ক্ষেত্রসমূহ ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রেও সমীচীন মনে করিলে উপ কর কমিশনারগণ ৮২ ধারায় আয়কর মামলা নিষ্পন্ন করিতে পারিবেন।

৮। উপরোক্ত নির্দেশাবলী এই পরিপত্র প্রাপ্তির তারিখে কর বৎসর নির্বিশেষে সকল অনিষ্পন্ন কর মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। এই পরিপত্র অনুসারে প্রতিমাসে নিষ্পন্ন কর মামলার পরিসংখ্যান সংযুক্ত ছকে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে কর কমিশনারগণ কর্তৃক বোর্ডকে অবহিত করিবেন।

এ, এফ, এম, তাইয়েবুর রহমান
সদস্য (আয়কর)

নথি নং ৬(৫৪) কর-৩/৯৪

তারিখঃ ১১/১২/৯৪ ইং

পরিপত্র নং-৬ (আয়কর)

১৯৯৪-৯৫

বিষয়ঃ অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত আয় ঘোষণা প্রসংগে।

লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, অনেক সময় "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" এর সূত্র সম্পর্কে সন্তোষজনক হিসাব না পাওয়া গেলে কর কর্মকর্তাগণ এই খাতে করদাতার প্রদর্শিত আয়কে উপেক্ষা করিয়া কর নির্ধারণ করেন। ইহার ফলে অনেক করদাতা "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" সম্পর্কে বিস্তারিত হিসাব থাকে না সেক্ষেত্রে "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" আদৌ প্রদর্শন করেন না। ইহাতে সরকারের রাজস্বের ক্ষতি হয়। বর্তমান কর সংস্কার কর্মসূচীর মূল লক্ষ্যই হইল করদাতাকে স্বতঃপ্রনোদিত হইয়া কর প্রদানে অনুপ্রানিত করা। উপরোক্ত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়াছেঃ

- ১। যে ক্ষেত্রে করদাতা "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" প্রদর্শন করিয়া ইতিমধ্যে রিটার্ণ দাখিল করিয়াছেন, সেই ক্ষেত্রে প্রদর্শিত "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" গ্রহণপূর্বক কর নির্ধারণ সম্পন্ন করিতে হইবে।
- ২। যে ক্ষেত্রে করদাতা ইতিমধ্যেই রিটার্ণ দাখিল করিয়াছেন, কিন্তু এখনও কর মামলা নিষ্পন্ন হয় নাই, সেইক্ষেত্রে করদাতা আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৩৩(ই) অনুযায়ী "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" প্রদর্শন পূর্বক সংশোধিত রিটার্ণ দাখিল করিতে পারিবেন।
- ৩। যে ক্ষেত্রে করদাতাগণ এখনও রিটার্ণ দাখিল করেন নাই তাঁহারাও বিভিন্ন খাতের আয়ের সহিত বা ব্যতীত "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" প্রদর্শন করিয়া রিটার্ণ দাখিল করিতে পারিবেন।
- ৪। ১, ২ ও ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত রিটার্ণের ক্ষেত্রে রিটার্ণে প্রদর্শিত আয়ের ভিত্তিতে কর পরিশোধ করিতে হইবে।
- ৫। কর কর্মকর্তা উপরে বর্ণিত রিটার্ণ প্রাপ্তির পর স্বাভাবিক নিয়মে করদাতার আয় নিরূপন করিবেন, কিন্তু "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" এর ক্ষেত্রে করদাতার প্রদর্শিত আয় গ্রহণ করিবেন। উক্ত "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" এবং কর কর্মকর্তা কর্তৃক নিরূপিত বিভিন্ন আয়ের সমন্বয়ে যে মোট আয় দাঁড়াইবে তাহার উপর প্রচলিত আইন অনুযায়ী কর ধার্য করা হইবে।
- ৬। উপরোক্ত নির্দেশাবলী কর বৎসর নির্বিশেষে সকল অনিষ্পন্ন আয়কর মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৭। অত্র পরিপত্রের আওতায় কোন বৎসরে ঘোষিত "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" পরবর্তী
কর বৎসর বা বৎসরসমূহের আয় নিরূপনের ক্ষেত্রে কোনরূপ ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত
হইবে না।

(স্বাক্ষর) এ,এফ,এম তাইয়েবুর রহমান
সদস্য (আয়কর)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ঢাকা-১০০০।

নথি নং ৬(৫৪) কর-৩/৯৪

তারিখঃ ০২/০১/৯৫ ইং

পরিপত্র নং-৭ (আয়কর)

১৯৯৪-৯৫

বিষয়ঃ পার্বত্য জেলা রাংগামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ির আদিবাসীদের (Indigenous Hillmen) ক্ষেত্রে Taxpayer's Identification Number (TIN) প্রদান প্রসঙ্গে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই মর্মে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানাইতেছে যে, রাংগামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাসমূহের যে সকল আদিবাসী আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর বিধান মোতাবেক নিজেস্ব করযোগ্য বলিয়া স্বৈচ্ছায় লিখিত ঘোষণা দাখিল করিবেন কেবলমাত্র তাহাদের ক্ষেত্রেই Taxpayer's Identification Number (TIN) প্রদান করা হইবে এবং এই TIN কেবলমাত্র ব্যক্তির (individual) নামে প্রদান করা হইবে, কোন প্রতিষ্ঠানের নামে নহে। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যাহারা উক্ত এলাকার আদিবাসী হিসাবে করযোগ্য নহেন বলিয়া দাবী করিবেন তাহাদের ক্ষেত্রে TIN প্রদান করা হইবে না।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ঢাকা-১০০০।

নথি নং ৮(৪) কর-১/৯৪

তারিখঃ ২৭/০৩/৯৫ ইং

পরিপত্র নং-৮ (আয়কর)

১৯৯৪-৯৫

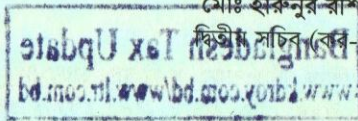
বিষয়ঃ ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত পাবলিক কোম্পানীর শেয়ার ও ষ্টক হস্তান্তর হইতে উদ্ধৃত মূলধনী মুনাফা করমুক্তকরণ সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩২(৭) এর স্পষ্টীকরণ।

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩২(৭) ধারায় এনরূপ বিধান রহিয়াছে যে, ৬ষ্ঠ তফশীলের পার্ট "বি" এর অনুচ্ছেদ-৮এ বর্ণিত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে সরকারী সিকিউরিটিজ এবং পাবলিক কোম্পানীর শেয়ার ও ষ্টক হস্তান্তর হইতে উদ্ধৃত মূলধনী মুনাফা করমুক্ত থাকিবে। বিভিন্ন মহল হইতে এই মর্মে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে যে, ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর শেয়ার ও ষ্টক পূর্ববর্তী মালিক (Previous holder) এর নিকট হইতে বা সেকেন্ডারী মার্কেট হইতে ক্রয়করতঃ পরবর্তীতে হস্তান্তর করিলে যে মূলধনী মুনাফা উদ্ধৃত হয় তাহা করমুক্ত থাকিবে কিনা।

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩২(৭) ও ৬ষ্ঠ তফশীলের পার্ট "বি" এর অনুচ্ছেদ-৮ বিশদভাবে পর্যালোচনা করিয়া বোর্ড উপরোক্ত প্রশ্নে এই মর্মে স্পষ্টীকরণ করিতেছে যে, ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর শেয়ার ও ষ্টক পূর্ববর্তী মালিক (Previous holder) এর নিকট হইতে বা সেকেন্ডারী মার্কেট হইতে ক্রয়করতঃ পরবর্তীতে হস্তান্তর করিলে যে মূলধনী মুনাফা উদ্ধৃত হয় উহা করযোগ্য হইবে।

মোঃ হারুনুর রশিদ

দ্বিতীয় সচিব (কর-৩)



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা-১০০০।

নথি নং ৮(৪০) কর-১/৯৪

তারিখঃ ২৬/০৪/৯৫ ইং

পরিপত্র নং-৯ (আয়কর)
১৯৯৪-৯৫

বিষয়ঃ টেন্ডার ও প্রকাশ্য নিলামে বিক্রিত দ্রব্য মূল্যের উপর উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত
স্পষ্টীকরণ।

উপরিউক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।

প্রকাশ নিলাম বা টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রিত দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থের উপর আয়কর বাবদ আরও ৩% হারে অতিরিক্ত আদায় করিতে হইবে নাকি বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে ৩% হারে কর কর্তন করিতে হইবে এই বিষয়ে মতভেদ আছে বলিয়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জানিতে পারিয়াছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিষয়টি পরীক্ষা করিয়াছে। আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৫৩(সি) এবং বিধি ১৭ডি হইতে প্রতীয়মান হয় যে প্রকাশ্য নিলাম বা টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রিত দ্রব্য হস্তান্তরের পূর্বে ৩% হারে বিক্রয় মূল্যের উপর আয়কর আদায় (collection) করিবার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। উপরোল্লিখিত ধারা বা বিধিতে ক্রয় মূল্য হইতে কর কর্তন (deduction) করিবার কোন উল্লেখ নাই। এমতাবস্থায় ইহা পরিষ্কার যে ক্রয় মূল্যের উপর ক্রেতা ভবিষ্য করদায়ের বিপরীতে আরও ৩% হারে কর প্রদান করিবেন। অর্থাৎ এই শ্রেণীর বিক্রেতা বিক্রয়লব্ধ অর্থের উপর ক্রেতার নিকট হইতে আরও ৩% হারে কর আদায়ের পর টেন্ডার বা প্রকাশ্য নিলামে বিক্রিত মালামাল হস্তান্তর করিতে পারিবেন।

সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাদিগকে বিষয়টি জানান যাইতে পারে।

Bangladesh Tax Update
www.kdroy.com.bd/www.ltr.com.bd

মোহাম্মদ ইব্রাহিম
প্রথম সচিব (কর-৩)